দৈনিক বাংলা

৫

তারিখ 07 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

স্কুলে ভর্তির সমস্যা

জানুয়ারী মাস এলেই স্কুলগুলোতে ভর্তি মওসুম শুরু হয়। আর তখনি সূত্রপাত ঘটে ভর্তি সমস্যার। এ সমস্যা গ্রামাঞ্চলে নেই বটে কিন্তু শহরগুলোতে বেশ প্রকট। সবচেয়ে তীব্র মহানগরী ঢাকায়। প্রধান সমস্যা দুটি। একটি হচ্ছে স্কুলের সংখ্যাস্বল্পতা। অন্যটি হচ্ছে ভালো স্কুল বলে সুপরিচিত স্কুলগুলোতে আসনের স্বল্পতা। প্রতি বছরই এ কারণে মহানগরীতে ভর্তিসংকট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তা ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করে তোলে।

সব অভিভাবকই তার প্রতিপাল্যদের ভালো স্কুল অর্থাৎ ভালো স্কুলের তকমা আঁটা স্কুলগুলোতে ভর্তি করাতে চায়। এটা স্বাভাবিক। কেননা, প্রতিপাল্যদের সবচাইতে ভালো শিক্ষার সুযোগদানের জন্য সব অভিভাবকই ব্যস্ত। কিন্তু ভালো স্কুলগুলোতে ঠাঁই পাওয়া খুব কঠিন।

পত্রিকান্তরে যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তা থেকে জানা গেছে যে একটি সুপরিচিত ভালো স্কুলে প্রতি এক শত আবেদনকারীর মধ্যে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে মাত্র চারজন। ভর্তির প্রতিযোগিতা ঐ স্কুলটিতে যে কোন পর্যায়ে পৌছুবে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়।

চলতি বছরে অবশ্য কেবল ভালো স্কুলে ভর্তির প্রতিযোগিতাই অন্যান্য বছরের মতো তীব্র হয়নি, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও ভর্তিসমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে।

রাজধানীতে ৩২৫টি সরকারী ও অর্ধশতাধিক বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল আছে। আর সেসব স্কুলে ভর্তির অপেক্ষায় রয়েছে কয়েক হাজার শিশু। ঐ স্কুলগুলোতে তাদের স্থানসংকুলান হবার সম্ভাবনা নেই। কয়েক বছর আগেও ঢাকায় প্রাথমিক স্কুলপর্যায়ে ভর্তির সমস্যা ছিল না। কিন্তু মহানগরীর জনসংখ্যার বিপুল স্ফীতির ফলে সেখানেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যার সমাধান হল ঢাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো। কিন্তু জনসংখ্যা যত দ্রুত বাড়ে কর্তৃপক্ষের যতই সদিচ্ছা থাক অতটা দ্রুত প্রাথমিক স্কুল, এমন কি, অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় না।

প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিসমস্যার আর একটি সমাধান হল কিন্ডারগার্টেন স্কুল। মহানগরীতে (এমন কি এখন দেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও) কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছড়াছড়ি। কিন্তু অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেনই পুরোপুরি ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে পরিচালিত হয়। ফলে, সেখানে অনেক টাকা গুণতে হয় অভিভাবকদের, যা তাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেনেই পঠনপাঠনের মানও অতিনিচু। অধিকাংশ শিক্ষক–শিক্ষিকাও স্বল্পশিক্ষিত। অন্যদিকে, কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর মধ্যে যেগুলো ভালো বলে চিহ্নিত সেগুলোতেও আসনসংখ্যা সীমিত। ফলে, সেখানেও প্রতিযোগিতা তীব্র।

মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতেও শূন্য আসনসংখ্যা খুব কম। ফলে, সেগুলোতেও ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হয়। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর স্থানসংকুলানের জন্য মহানগরীর প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলেই দুই শিফটে ক্লাস নেয়া হয়। প্রতিটি শিফটেই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। নবাগতদের সেখানেও ঠাঁই নেই। সব মিলিয়ে মহানগরীতে স্কুলপর্যায়ে ভর্তিসমস্যা অত্যন্ত প্রকট। ফলে, অভিভাবকরা উৎকণ্ঠিত।

এই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি যে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়েই ঢাকা মহানগরীতে নতুন স্কুল স্থাপন করতে হবে। বর্তমান স্কুলগুলোতে যতটা সম্ভব আসনসংখ্যা বাড়াতে হবে এবং যেহেতু, সব অভিভাবকই চান যে তাদের প্রতিপাল্যরা ভালো স্কুলে ভর্তি হোক সেইহেতু অভিভাবকদেরই নতুন ভালো স্কুল প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোকে ভালো স্কুলে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো তাদের ব্যবসায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করলেও ভর্তি সমস্যাটার তীব্রতা কিছুটা লাঘব হবে বলে আমাদের ধারণা।